মেহেরপুরে ছাত্র-জনতার প্রতিরোধ সমাবেশ ও মিছিল

দেশে অশান্তি ও নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে মেহেরপুরে ছাত্র-জনতার প্রতিরোধ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৩ আগষ্ট) সকাল ১১ টার সময় মেহেরপুর বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন এই আয়োজন করে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর ছাত্র প্লাবণের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি এর সহকারী অধ্যক্ষ খন্দকার মুইজ, এএমআইই এর প্রাক্তন ছাত্র তামীম হাসান, মেহেরপুর বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সমন্বয়কভারতের আসাম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মো: হাসনাত জামান সৈকত, মেহেরপুর সরকারি কলেজের ছাত্র ইমতিয়াজ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জাইম, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের ছাত্র হাবিবুর রহমান, ইউ আই এস টির ছাত্র নাসিম রানা বাধন সহ শত শত ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

মিছিলটি মেহেরপুর শহরের শহীদ শামসুজ্জোহা পার্ক থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, দেশে এখনো অশান্তি ও নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা চলছে। যারাই দেশের বিরুদ্ধে অশান্তির অপচেষ্টা চালাবে তাদেরই প্রতিরোধ করবে এদেশের ছাত্র-জনতা।

মিছিলে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেন।

শেখ হাসিনার-কাদের ও কামালসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলার আবেদন

মুদি দোকানকার মোহাহাম্মদ আবু সায়েদকে গুলি করে হত্যার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা এবং সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ সাতজনের বিরুদ্ধে মামলার আবেদন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৩ আগস্ট) ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে রাজধানীর একজন ব্যবসায়ী বাদী হয়ে এই মামলা দায়ের করেছেন। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাজেশ চৌধুরীর আদালতে এর শুনানি হবে বলে জানা গেছে।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন—সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার ও গোয়েন্দা শাখার প্রধান মো. হারুন অর রশীদ, ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান ও ডিএমপির সাবেক যুগ্ম কমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার।

এছাড়া অজ্ঞাতনামা পুলিশ কর্মকর্তা বা পুলিশের সদস্য ও তৎকালীন সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অজ্ঞাতনামা হিসেবে মামলায় আসামি করা হয়েছে।

মামলার বাদী এস এম আমীর হামজা শাতিল আদাবর এলাকার বাসিন্দা। সচেতন নাগরিক হিসেবে নিরীহ নাগরিক হত্যার বিচার চেয়ে তিনি মামলা করেছেন বলে জানিয়েছেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে- সম্প্রতি কোটা সংস্কার আন্দোলনে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা মিছিল সমাবেশ করে। ওই সব শান্তিপূর্ণ মিছিলে দেশের বিভিন্ন এলাকায় নির্বিচারে গুলি চালানো হয়। অনেক ছাত্র জনতা নিহত ও আহত হন। গত ১৯ জুলাই মোহাম্মদপুরে বসিলার ৪০ ফিট এলাকায় ছাত্র-জনতা শান্তপূর্ণ মিছিল সমাবেশ করছিল। সেখানেও পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। এ সময় রাস্তা পার হওয়ার সময় স্থানীয় মুদি দোকানদার আবু সায়েদ মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে

ঘটনাস্থলেই মারা যান।

নিহত মুদি দোকানকার মোহাহাম্মদ আবু সায়েদের শুভাকাঙ্ক্ষী আমীর হামজা বাদী হয়ে মঙ্গলবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাজেশ চৌধুরীর আদালতে মামলাটি দায়ের করেন।

সূত্র: ইত্তেফাক

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলার তথ্য জানাতে হটলাইন চালু

হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশকে অস্থিতিশীল করতে সংখ্যালঘুদের উপাসনালয়ে দুর্বৃত্তরা হামলা চালাচ্ছে বলে জানা গেছে বিভিন্ন সংগঠন থেকে। এর প্রতিকার চেয়ে মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছে বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন গুলোও। গতকাল সোমবার (১২ আগস্ট) ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা বা অন্য কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলার ঘটনা ঘটলে তার তথ্য জানাতে সবাইকে অনুরোধ জানিয়েছে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

বিজ্ঞপ্তিতে মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা বা অন্য কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দুর্বৃত্তের হামলার শিকার বা আক্রান্ত হলে তার তথ্য ০১৭৬৬-৮৪৩৮০৯ এই মোবাইল নম্বরে ফোন বা খুদেবার্তার মাধ্যমে পাঠাতে অনুরোধ করা হয়।

এ ছাড়া ইসলামী ফ্রন্ট সাম্প্রতিক উদ্ভূত পরিস্থিতি ঘিরে দেশজুড়ে মাজার, মসজিদ, মন্দিরসহ ধর্মীয় উপাসনালয়ে হামলা-ভাঙচুরের সঠিক বিচার দাবি করেছে।

সূত্র: কালবেলা

মেহেরপুরে ভয় ধরাচ্ছে ‘এ্যানথ্রাক্স’

স্বাস্থ্য বিভাগ ও প্রাণি সম্পদ বিভাগের উদাসিনতা, অন্যদিকে মানুষের মধ্যে অসচেতনতার কারনে মেহেরপুরে দিনদিন এ্যানথ্রাক্স রোগ ছড়িয়ে পড়ছে উদ্বেগ জনক হারে। গাংনী উপজেলায় গত ছয় মাসে প্রায় চার শাতধিক এ্যানথ্রাক্স রোগী সনাক্তসহ উপজেলায় গত দশ বছরে অন্তত ৫ হাজার নারী পুরুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন। স্বাস্থ্য বিভাগ রোগ সনাক্ত ও কিছু ঔষধ দিয়েই তার দায়িত্ব শেষ করেন। আর প্রাণি সম্পদ বিভাগ ঠুটো জগন্নাথ! দ্রত সময়ে এ রোগ প্রতিরোধ করা না গেলে মারাত্নক ভাবে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়বে বলে আতংকিত অনেকেই। রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য বিভাগ ও প্রাণি সম্পদ বিভাগের তেমন তৎপরতা দেখা না গেলেও তাদের দাবী এ্যানথ্রাক্স প্রতিরোধে তারা সচেষ্ট।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রেকর্ডকৃত তথ্য বলছে, ২০১৩ সালে গাংনী উপজেলার ভারতীয় সীমান্তের কাজিপুর ও হাড়াভাঙ্গা গ্রামে প্রথম এ্যানথ্রাক্স রোগ সনাত্ব হয়। সেবছরেই আক্রান্ত গরু, মহিষ ও ছাগলের মাংসের সংস্পর্শে ১৯৯ জন রোগী এ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত হয়ে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। আবার অনেকেই বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসা নিয়েছেন। তারপর থেকে এরোগ পর্যায়ক্রমে ছড়িযে পড়ে জেলার বিভিন্ন গ্রামে। ২০১৪ সালে ২০৩ জন, ২০১৫ সালে ১৫৪ জন, ২০১৬ সালে ২৪০ জন, ২০১৭ সালে ২৮১ জন, ২০১৮ সালে ৪০৮ জন, ২০১৯ সালে ৬৬০ জন, ২০২০ সালে ৩৭৭ জন, ২০২১ সালে ৪১৭ জন, ২০২২ সালে ৬৪৪ জন, ২০২৩ সালে ৭৯৪ জন, এ উপজেলায় সর্বমোট এপর্যন্ত ৪ হাজার, ৮১৯ জন নারী পুরুষ এ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এবং চিকিৎসা নিয়েছেন। এদের অনেকেই মারাত্নক আক্রান্ত হওয়ায় ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় উন্নত চিকিৎসা নিতে হয়েছে।

এদিকে ২০২৪ সালের জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত অর্থাৎ ছয় মাসে ৩৮৯ জন রোগী ইতোমধ্যে এনথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্তদের মধ্যে বয়স্ক নারী পুুরুষের পাশাপাশি শিশুদেরও আক্রান্ত হওয়ার তথ্য রয়েছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা এ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত গরু, মহিষ, ছাগল এবং ভেড়ার মাংস স্পর্শ করে মানবদেহে ছড়িয়েছে। তবে এ্যানথ্যাক্স জীবুণু মাটিতেও থাকে বলে জানিয়েছেন। কারও শরীরে ক্ষত থাকলে তাকে দ্রত সময়ে এরোগে

আক্রান্ত হতে হয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সদ্য চিকিৎসা নিতে আসা গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের দবির উদ্দিনের স্ত্রী মাজেদা খাতুন বলেন, গ্রামে একটি ছাগল হঠাৎ অসুস্থ্য হলে তা জবাই করে ছাগল মালিক। ওই ছাগলের গোস্ত কিনে আমি তা নাড়াচাড়া করার সাথে সাথে আমার দু’হাত জ্বালাপোড়া করতে থাকে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে আমার হাতে ফোষ্কা উঠলে হাসাপাতালে এসে শুনছি এটি এ্যানথ্রাক্স রোগ। ওই গ্রামের কল্পনা খাতুন বলেন,বাজার থেকে গরুর মাংস কিনে আনেন আমার স্বামী। সেই মাংস রান্নার জন্য প্রস্তত করি। সে সময় আমার দুই হাতের আ্গং◌ুল জ্বালাপোড়া শুরু হয়। পরে তা ফোস্কা হয়ে ক্ষত সৃষ্টি হলে আমি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে দুই সপ্তাহ পরে সুস্থ্য হই।

ছাতিয়ান গ্রামের রাশেদুলের স্ত্রী, আয়শা খাতুন ও কাবের উদ্দীন জরুরী বিভাগে চিকিৎসা নিতে আসলে তাদের শরীরেও এ্যানথ্রাক্স রোগ সনাক্ত হয়। পরে তাদের ১০দিন চিকিৎসা নিতে হয়।

চর্ম বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তার মো: রোকনুজ্জামান বলেন, যাদের শরীরে ঘাঁ কিংবা পচড়ার মত কোন ক্ষত থাকে তাদের শরীরে এ্যানথ্রাক্স জীবাণু খুব দ্রত আক্রান্ত হয়। তবে রান্না করা মাংসে এ জীবাণুর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়।

তিনি আরও বলেন, কোন গবাদী পশুর মাংস খুবই সর্তকতার সাথে নাড়াচাড়া করতে হবে এবং অবশ্যই হাতে গ্লাভস পরে যে কোন পশুর মাংস স্পর্শ করা উচিৎ। তার পরেও কারও শরীরে এমন লক্ষণ দেখা গেরে দ্রত চিকিৎসকের সরনাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দেন এই চিকিৎসক।

গাংনী উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ডাক্তার আরিফুল ইসলাম জানান, আমরা এ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত পশুকে জবাই না করার জন্য মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরী করছি। তবে বর্ষা মৌসুমে এরোগ বৃদ্ধি পায়। আক্রান্ত পশুকে দ্রত হাসপাতালে নিয়ে আসতে পরামশৃ দিচ্ছি। এছাড়াও আমাদের মাঠকর্মীরা ভ্রাম্যমাণ টিমেও কাজ করছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা ডাক্তার আদিলা আজহার বলেন, এক সময় গাংনীর কাজিপুর, সাহেবনগর, হাড়াভাঙ্গা এলাকায় এ্যানথ্রাক্স রোগের পাদুর্ভাব ভয়াবহ আকারে ছড়িয়ে পড়ে। আমরা বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে এ্যানথ্রাক্স বিষয়ে

জনসচেতনতা সৃষ্টি করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ইউএইএফপিও) ডা. সুপ্রভা রানী বলেন, গাংনী উপজেলা এ্যানথ্রাক্স রোগের ডেন্জার জোন হিসেবে পরিনত হয়েছিল। স্বাস্থ্র বিভাগের পক্ষ থেকে সেই মহামারিকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছি। এখনও এ রোগে আক্রান্ত রোগীরা আসলে চিকিৎসকরা ওইসব রোগীদের গুরুত্বের সাথে চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। তবে মানুষকেও সচেতন হতে পরামর্শ দেন তিনি।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের কার্যক্রম শুরু

মেহেরপুরে কাজে ফিরেছেন জেলায় কর্মরত সকল পুলিশ সদস্যরা। পুলিশ কাজে ফেরায় স্বস্তি ফিরেছে সাধারন মানুষের মাঝে।

সকাল থেকে মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হকের নেতৃত্বে জেলা পুলিশের সকল থানা ও ক্যাম্পের সদস্যরা এক যোগে আইনঙ্খলা নিয়ন্ত্রনে মাঠে কাজ শুরু করেছেন। পুলিশ সদস্যরা কাজে যোগদান করায় পুলিশ সুপার শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন মোড় সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে আইনঙ্খলা রোধে মতবিনিময় করেন।

পরে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট নিয়ে শহর জুড়ে মহড়া দেন। শহরের যানজট নিরসনে কয়েক দিন ধরে আনসার সদস্য, বিএনসিসি স্কাউট সহ শিক্ষার্থীরা যানজট নিরশনে কাজ করছিলেন। আজকেও ট্রাফিক পুলিশ সদস্যদের সাথে যানজট নিরসনে কাজ করতে দেখা যায় তাদের।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ কনি মিয়া জানান, সকাল থেকে মেহেরপুর সদর থানার সকল কার্ষক্রম শুরু হয়েছে। এখন থেকে সেবা প্রার্থীরা থানায় এসে সব ধরনের আইনগত সেবা পাবেন। এছাড়া পুলিশের টহল জোরদার করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম জানান, বেশ কয়েকদিন পর পুলিশিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পুলিশের সকল সদস্য

কাজে মনোযোগ দিয়েছেন।

মেহেরপুর ট্রাফিক বিভাগের অফিসার ইনচার্জ ইসমাইল হোসেন জানান, সকাল থেকে শহরের গুরুত্বপূর্ন মোড়ে জেলা ট্রাফিকের সদস্য যানজট নিরসনে কাজ শুরু করেছে। ট্রাফিকের পাশাপাশি আনসার সদস্য,বিএনসিসি ও শিক্ষার্থীরাও রয়েছেন।

পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক জানান, সকাল থেকে মেহেরপর জেলার সকল থানা, ক্যাম্প, ফাঁড়ি ও ট্রাফিক বিভাগ তাদের স্বাভাবিক আইনশৃঙ্খলা নিয়নন্ত্রন সহ আইনগত সেবা দেওয়া শুরু করেছে। পুলিশের ১১ দফা দাবী প্রত্যাহার হওয়ার পর থেকে তারা কাজে ফিরেছেন।

এদিকে পুলিশের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর টহলও জোরদার করা হয়েছে। সাধারন মানুষকে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনে রাখতে পুলিশকে সহযোগীতা করার আহবান জানান তিনি।

সদর থানায় সরজমিনে গিয়ে সেবা নিতে আসা সদর উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের বাইজিদ হোসেনের সাথে কথা হয়। এ সময় তিনি জানান, গত ৬ আগষ্ট রাতে তার বাড়ি থেকে চোরের দল একটি আলগামন চুরি করে নিয়ে গেছে। প্রতিদিন থানায় অভিযোগ লেখাতে এসে ফিরে যেতে হয়। পুলিশ তাদের সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ রাখায় এখন পর্যন্ত আলগামন উদ্ধার করা সম্ভব হয়। তিনি আজ সকালে জানতে পারেন পুলিশ আবারো কাজে ফিরেছেন তাই আলগামন হারানোর অভিযোগ দিতে এসেছেন।

পুলিশ সদস্যদের চার দিনের আল্টিমেটাম

পুলিশের যেসব সদস্য এখনো কর্মস্থলে ফেরেননি তাদের আগামী বৃহস্পতিবারের (১৫ আগস্ট) মধ্যে কর্মস্থলে ফিরতে বলা হয়েছে।

রোববার (১১ আগস্ট) অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে এ

[redacted]

[redacted], [redacted] [redacted] [redacted]

বারাদী বাজারে শাপলা ফ্যাশানে চুরির অভিযোগ দোকান মালিকের

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী বাজারে শাপলা ফ্যাশনে চুরির অভিযোগ তোলেন দোকান মালিক ফিরোজ আলী। গতকাল শনিবার সকালে দোকানে এসে তিনি তার দোকানের মালামাল চুরির অভিযোগ তোলেন।

ঘটনাস্থলে গিয়ে জানা যায়, প্রতিদিনের ন্যায় সকাল বেলায় দোকান মালিক ফিরোজ আলী দোকানে এসে দোকানে শাটারের তালা বিহীন অবস্থায় দেখতে পান। পরে দোকানের শাটার তুলে তিনি দেখেন দোকানের শোকেসের গ্যালারির সমস্থ মালামাল লোপাট হয়ে গেছে। দোকান মালিক ফিরোজ আলী তার দোকানে চুরির অভিযোগ তুললে আশেপাশের ব্যবসায়ী ও পথচারীদের ভিড় জমতে শুরু হয় দোকানের সামনে। শাপলা ফ্যাশানে চুরির ঘটনায় হৈচৈ পড়ে যায় চারিদিকে। শাপলা ফ্যাশানের এমন দুর্র্ধষ চুরির ঘটনায় জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, উদ্বিগ্ন প্রকাশ করেন আশেপাশের ব্যবসায়ীরা। চুরির ঘটনার খবর পেয়ে বারাদী বাজারের নবনির্বাচিত আহবায়ক কমিটির সদস্যরা ঘটনা স্থলে উপস্থিত হন। শুরু করেন তদন্ত ডাকা হয় বাজার পাহারার দায়িত্বে থাকা নৈশ প্রহরীদের।

বাজারের নৈশ প্রহরী কিসমত আলী বলেন, সারারাত বাজার পাহারা শেষে আমি বাড়ি যাওয়ার সময় সকল দোকানের তালা চেক করে যায়। তখনো শাপলা ফ্যাশানের দোকানে তালাবদ্ধ ছিল। তাছাড়া দোকান মালিক কর্তৃক দোকানে চুরির অভিযোগ তুললেও দোকানের তালা বা শাটার ভাঙ্গা এবং দোকানের ভিতরের সিসি ক্যামেরা বা ক্যাশবাক্স ভাঙার কোন আলামত পাওয়া যায় না এবং দোকানের সিসি ক্যামেরার ডিভাইস দেখতে না পাওয়ায় জনমনে সৃষ্ট হয় সন্দেহ।

ইতিমধ্যে রাসেল নামের এক ইজিবাইক চালক জানায় তিনদিন আগে তিনি শাপলা ফ্যাশান থেকে মালামাল নিয়ে দোকান মালিক ফিরোজ আলীর পৈতৃক বাড়ী হিজুলী গ্রামে রেখে আসেন। তখন বাজারের সদস্যরা সেখানে গিয়ে তার বাবার বাড়ীতে দুই বস্তা ও তার পাশ্ববর্তী চাচার বাড়ীতে গিয়ে চার বস্তা চুরি যাওয়া মালামালের দেখা পায়। এ সময় বস্তার মালামাল সরিয়ে নেওয়ার সময় দোকানের কর্মচারী সুলতান আহমদকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

জিজ্ঞাসাবাদে সুলতান আহমদ দোকানের মালামাল সরানো ও চুরির ঘটনা

স্বীকার করে। সুলতান বলেন দোকান মালিক ফিরোজ আলীর নির্দেশে কয়েক দিন আগেই দোকানের মালামাল সরিয়ে ফেলা হয়, তাছাড়া শুক্রবার দিনগত রাতে দোকান বন্ধ করে যাওয়ার আগে আমরা গ্যালারীর মালামাল সরিয়ে দোকানের প্লাস্টিকের বক্সে ভরে রাখি এবং সিসি ক্যামেরার ডিভাইস খুলে নিয়ে যায়। পরে ভোরের দিকে এসে আমি দোকানের তালা খুলে নিয়ে যায়। কি উদ্দেশ্যে বা কেন তারা এই চুরির নাটক সাজিয়েছে এমন প্রশ্নের সে কোন সদুত্তর দিতে পারেনি। তবে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও কমিটির সদস্যরা বলেন, বাজারের নতুন কমিটিকে ফাঁসাতে এবং দেশের বর্তমান পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল ও রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্যই দোকান মালিক এই নাটক সাজিয়েছে।

এবিষয়ে সাধারণ মানুষেরা বলেন, কারো কুবুদ্ধিতে বা ইন্ধনে দোকান মালিক এমন টা করতে পারে। তবে দুপুরের পর থেকে দোকান মালিক ফিরোজ আলী এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে।

বারাদী বাজারের আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব কামরুজ্জামান মুকুল (মেম্বার) বলেন, এটি রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে এবং দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য পরিকল্পিত ভাবে দোকান মালিক এই চুরির নাটক সাজিয়েছে। এ বিষয়ে তিনি বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি আরও বলেন, পরবর্তীতে বাজার কমিটির সদস্যদের নিয়ে এই সাজানো নাটকের বিচার করা হবে।

মেহেরপুরের ক্ষতিগ্রস্থ ইসকন মন্দিরে পরিদর্শন করলেন আইনজীবী সমিতির নেতৃবৃন্দরা

মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার পৌর এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত ইসকন মন্দির পরিদর্শন করেন মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নেতৃবৃন্দরা।

আজ শনিবার দুপুরে জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও সদরে উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড.মারুফ আহাম্মেদ বিজনের নেতৃত্বে আইনজীবী ও বিএনপি নেতারা মন্দির পরিদর্শন করেন।

এসময় পৌর বিএনপি’র সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, অ্যাড. কামরুল ইসলাম, মোখলেসুর রহমান স্বপনসহ বিএনপি পন্থী আইনজীবী ও নেতৃবৃন্দরা উপসস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শন শেষে মন্দিরের পুরোহিতের কাছে খাদ্য সামগ্রী ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

পদত্যাগের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রধান বিচারপতি

অন্তর্বর্তী সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের সঙ্গে কথা বলে পদত্যাগের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান। তবে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলে আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ নিবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

শনিবার (১০ আগস্ট) দুপুরে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন প্রধান বিচারপতি।

তিনি বলেন, আমি পদত্যাগের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সন্ধ্যার মধ্যে রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগ পত্র জমা দেবো।

এর আগে, প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানসহ আপিল বিভাগের বিচারপতিদের দুপুর ১টার মধ্যে পদত্যাগের আল্টিমেটাম দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। বেলা ১১টায় হাইকোর্ট চত্বরে সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ এ আল্টিমেটাম দেন।

সকাল সাড়ে ১০টার পর হাইকোর্টের ভেতরে ঢুকে পড়েন তারা। এ সময় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা যায়।

এর আগে, হাইকোট ঘেরাও কর্মসূচি দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। সকালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম থেকে এক বার্তায় এ আহ্বান জানানো হয়।

এতে বলা হয়, সবাই দ্রুত ১০টার মধ্যে কার্জন হলের গেটে আসুন,

হাইকোর্ট ঘেরাও করা হবে। ফ্যাসিবাদের মদদপুষ্ট ও নানা অপকর্মে জড়িত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সরকারের সঙ্গে কোনো প্রকার আলোচনা না করে ফুল কোর্ট মিটিং ডেকেছেন। পরাজিত শক্তির যেকোনো প্রকার ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না।আইনজীবীরা ইতোমধ্যেই এর প্রতিবাদে জড়ো হয়েছেন। আমরা আগেই প্রধান বিচারপতিকে পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছিলাম। ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তাদেরকে উসকানি দিলে এর ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করতে হবে। অবিলম্বে বিনা শর্তে প্রধান বিচারপতি পদ থেকে পদত্যাগ করুন এবং ফুল কোর্ট মিটিং বন্ধ করুন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, আমরা দেখেছি শত শহীদের রক্তে কেনা স্বাধীনতাকে বানচাল করার জন্য অপশক্তি, পরাজিত শক্তি চেষ্টা করছে। আমরা তাদের প্রতিহত করব, প্রতিরোধ করব। এজন্য সবাই রাজপথে নেমে আসুন।

সূত্র: ইত্তেফাক

দুপুর ১ টার মধ্যে প্রধান বিচারপতিকে পদত্যাগের আল্টিমেটাম

প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানসহ আপিল বিভাগের বিচারপতিদের দুপুর ১টার মধ্যে পদত্যাগের আল্টিমেটাম দিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

আজ শনিবার (১০ আগস্ট) সকাল ১১টায় হাইকোর্ট চত্বরে সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ এ আল্টিমেটাম দেন।

সকাল সাড়ে ১০টার পর হাইকোর্টের ভেতরে ঢুকে পড়েন তারা। এ সময় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা যায়।

এর আগে, হাইকোট ঘেরাও কর্মসূচি দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। সকালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম

থেকে এক বার্তায় এ আহ্বান জানানো হয়।

এতে বলা হয়, সবাই দ্রুত ১০টার মধ্যে কার্জন হলের গেটে আসুন, হাইকোর্ট ঘেরাও করা হবে। ফ্যাসিবাদের মদদপুষ্ট ও নানা অপকর্মে জড়িত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সরকারের সঙ্গে কোনো প্রকার আলোচনা না করে ফুল কোর্ট মিটিং ডেকেছেন। পরাজিত শক্তির যেকোনো প্রকার ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না। আইনজীবীরা ইতোমধ্যেই এর প্রতিবাদে জড়ো হয়েছেন। আমরা আগেই প্রধান বিচারপতিকে পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছিলাম। ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তাদেরকে উসকানি দিলে এর ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করতে হবে। অবিলম্বে বিনা শর্তে প্রধান বিচারপতি পদ থেকে পদত্যাগ করুন এবং ফুল কোর্ট মিটিং বন্ধ করুন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, আমরা দেখেছি শত শহীদের রক্তে কেনা স্বাধীনতাকে বানচাল করার জন্য অপশক্তি, পরাজিত শক্তি চেষ্টা করছে। আমরা তাদের প্রতিহত করব, প্রতিরোধ করব। এজন্য সবাই রাজপথে নেমে আসুন।

সূত্র: ইত্তেফাক